R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

*Our Bricks are made of soil*
*Your dreams are made of our toil*
NIRMA
'Piyal Kunja"
Kamal Kumari Devi Sarani
Haridasnagar
P. O. Raghunathganj
Dist. Murshidabad
Phone : Office 28 Resi : 161

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৬ বর্ষ ২২শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১লা কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৯৬ সাল। ১৮ই অক্টোবর, ১৯৮৯ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲

## প্রশাসনিক সদিচ্ছা সত্ত্বেও কায়েমী স্বার্থের জয় হলো

জঙ্গিপুর : ৪ অক্টোবর আমাদের পত্রিকায় মিঠিপুর সার্বজনীন দুর্গাপূজা সম্বন্ধে প্রশাসনিক তৎপরতায় মহকুমা শাসকের তত্ত্বাবধানে ট্রাষ্টি কমিটির সঙ্গে এক ভদ্রলোকের চুক্তির সংবাদ প্রকাশ হয়। ঐ চুক্তিতে ঠিক হয় উক্ত পূজাকে সার্বজনীন পূজা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হলো এবং যে কোন বর্ণের মানুষ পূজা দিতে বা প্রসাদ পেতে পারবেন। কিন্তু কায়েমী স্বার্থের চক্রান্ত সেখানেই থেমে থাকেনি তা বোঝা গেল গত ৮ অক্টোবর মহাষ্টমীর দিন প্রসাদ চাওয়া নিয়ে এক গণ্ডগোলের ঘটনায়। খবর, গ্রামের কয়েকজন মহাষ্টমীর প্রসাদ চাইতে গেলে প্রধানতম ট্রাষ্টি অরবিন্দ সিংহ রায়ের নির্দেশে প্রার্থীদের ঘাড় ধাক্কা ও লাঠির আঘাত দিয়ে পূজামণ্ডপের বাইরে বার করে দেওয়া হয়। অরবিন্দকে সাহায্য করেন প্রাক্তন প্রধান মানস পাণ্ডে ও বর্তমান উপপ্রধান সমীর সিংহ রায়। ঘটনার সময় কর্তব্যরত পুলিশদের কোন পাত্তা পাওয়া যায়নি। অভিযোগ, তারা সে সময় নাকি অরবিন্দ সিংহ রায়ের বাড়ীতে আরাম করছিলেন। বিপক্ষ দল মারের পাল্টা বাধা দিতে গেলে পুলিশ ঘটনা স্থলে এসে প্রসাদ প্রার্থীদের উপরেই লাঠি চার্জ করে বলে জানা যায়। ঘটনায় অপূর্ব সিংহ রায় ও চয়ন সিংহ রায় গুরুতর আহত হন। সন্তোষ মাঝি নামে জনৈক পুলিশ কনষ্টেবল এক তরফা ভাবে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করেন—যা গ্রামবাসীদের মনে সন্দেহ জাগায়। সংঘর্ষের পর ঘটনার তদন্তে বি ডি ও সেলিম পটুয়া এবং ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক সুনীল চ্যাটার্জী ঘটনাস্থলে আসেন। উভয় পক্ষ থেকে দুটি কেস রুজু করা হয়। প্রসাদ প্রার্থীদের অভিযোগ, প্রশাসনের সাথে চুক্তি অনুযায়ী তাদের প্রসাদ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু অরবিন্দ, মানস ও সমীর সেই চুক্তি ভঙ্গ করে অপরাধ করেছে। উপরন্তু পুলিশ অভিযোগকারীদের পক্ষে ব্যবস্থা না নিয়ে পূজার চুক্তি ভঙ্গকারীদের ( শেষ পৃঃ দ্রঃ )

## 'রামশিলা' পূজা রুখতে গণ্ডগোল, সি পি এমও ব্যর্থ

অরঙ্গাবাদ : গত ১২ অক্টোবর বিকালে সুতি থানার কয়াডাঙ্গা গ্রামে 'রামশিলা' পূজা চলাকালীন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের হাতে তিনজন ধর্মপ্রাণ হিন্দু আহত হন। খবর ঐ দিন একদল উচ্ছৃঙ্খল ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পূজা মণ্ডপ লক্ষ্য করে এলোপাথারী ইঁট ছুঁড়তে থাকে। এবং চীৎকার করতে থাকে তারা ইঁট পূজা করতে দেবে না। ইঁটের আঘাতে আহত তিনজনকে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে সময়মত গিয়ে ৫ জন দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করে। প্রশাসনিক তৎপরতায় পরদিন ওখানে সম্প্রীতি রক্ষার তাগিদে এক সভা হয়। অন্য এক খবরে জানা যায়, রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সেকেন্দ্রা গ্রামে 'রামশিলা' পূজা কেন্দ্র করে বিরোধী পক্ষের লোকেরা অশান্তির চেষ্টা করে। উদ্যোক্তরা খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ও অবস্থা আয়ত্তে আনে। ২নং ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে মহাসমারোহে রামশিলা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গাঙ্গিন নয় বাহাদুরপুরের মতো সেকেন্দ্রা, জোতকমল ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলে হাজার হাজার ভক্তপ্রাণ হিন্দু নর-নারী এতে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, পার্টির নির্দেশ অমান্য করে সি পি এমের বহু সমর্থকও রামশিলা পূজায় অংশগ্রহণ করেন। সি পি এমের স্থানীয় নেতা অজিত চৌবে, সারথি মুখার্জী, জেলা পরিষদ সদস্য সাহাদাৎ হোসেন এবং তেঘরী ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## বন্যেশ্বর হাই স্কুলে অচলাবস্থা

সাগরদীঘ : বন্যেশ্বর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক লালমোহন চৌধুরীর কার্য্যকাল ৩০ সেপটেম্বর শেষ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে গভর্ণিং বডির সদস্যরা স্কুলের প্রবীণতম এবং হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক অমরেন্দ্রনাথ ঘোষকে সাময়িকভাবে প্রধান শিক্ষকের পদে নিয়োগ করেন। বডির শিক্ষক প্রতিনিধির ৪ জনের মধ্যে তিনজন, অভিভাবক প্রতিনিধি, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি সম্পাদক এবং গভর্মেন্ট নমিনী এস আই সকলেই শ্রীঘোষের নিয়োগ সমর্থন করলেও জনৈক শিক্ষক প্রতিনিধি অরুণ সেন ঐ নিয়োগ সমর্থন করেন না। ( শেষ পৃঃ দ্রঃ)

## বালিঘাটা ব্রীজ নির্মাণের ওয়ার্ক অর্ডার এসে গেল

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২০ সেপটেম্বর বালিঘাটায় পাগলা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণের ওয়ার্ক অর্ডার এসে পৌঁছেছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়। ব্রীজের জায়গা অধিগ্রহণের ব্যাপারে দীর্ঘ আট বছর টলবাহানা চলে। ১৯৮৭ সালে ব্রীজের আনুষঙ্গিক কাজের জন্য প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়। সমস্ত ( শেষ পৃঃ দ্রঃ

## পূজার শান্তিরক্ষায় প্রশাসনিক বাড়াবাড়ি !

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় শহরের চিরকালীন ঐতিহ্য দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের বাঁইচ এবার প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে বন্ধ থাকে। শুধু তাই নয় প্রশাসনিক তৎপরতার বাড়াবাড়ি কয়েকটি প্রতিমা নিরঞ্জনের ক্ষেত্রে দেখা যায়। মিঠিপুরের প্রতিমাকে পার্শ্ববর্ত্তী পদ্মায় এবং বহড়ার প্রতিমাকে গ্রামের পুকুরেই বিসর্জন দিতে বাধ্য করা হয়। প্রশাসনিক নিয়মের কড়াকড়ি মানতে না পেরে শহরের কিছু কিছু মণ্ডপের প্রতিমা দশমীর দিন ( শেষ পৃঃ দ্রঃ )

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ॥
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নম ঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা কার্ত্তিক বুধবার ১৩৯৬ সাল

## মা চলিয়া গেলেন

আনন্দময়ী মা মহামায়া চারিটি দিবস পশ্চিম-বঙ্গকে মহানন্দে মাতাইয়া পতিগৃহে ফিরিয়া গেলেন। মণ্ডপে মণ্ডপে শুষ্ক কুসুম মাল্য আর মণ্ডপসজ্জার ছিন্ন বস্ত্র কয়েকদিনের আনন্দের স্মৃতি বক্ষে লইয়া চোখের জলে ভাসিতেছে। আনন্দময়ী আসিলেন, পথে প্রান্তরে, আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া দিলেন রঙ ও গন্ধের সমারোহ। কিন্তু দরিদ্র পুত্র কন্যাদের চোখের জলও ঝরাইয়া গেলেন জননী। বাজারে তরিতরকারী, মাছ মাংস দরিদ্রের ক্রয় ক্ষমতাকে ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধমুখী হওয়ায়, সামান্য শাকান্ন যোগাড় করাও তাহাদের পক্ষে এই কয়দিন ছিল দুষ্কর। কবি গুরুর দুটি পংক্তি বার বার কর্ণে বাজিতেছিল —'হের ওই ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।' ইহা এক অদ্ভুত পরিবেশ! এক দিকে আনন্দের হৈ হুল্লোড়, অপর দিকে সংখ্যা গুরু গরীবের ঘরে ক্ষুধার্ত সন্তান সন্ততির আকুল ক্রন্দন। সর্বনাশী পদ্মার ভাঙ্গনে হাজার হাজার নরনারী গৃহহারা, স্বজনহারা, সরকারের সাহায্য প্রত্যাশী। অপর দিকে ঐ ভাঙ্গন রোধকে কেন্দ্র করিয়া কতিপয় সৌভাগ্যবান ঠিকাদার ও সরকারী আমলা লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করিয়া শারদীয়া আনন্দে আত্মমগ্ন। পূজা উপলক্ষে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী সরকারী কর্মচারীরা পুজা বোনাস পাইয়া বেহিসেবী খরচে বাজারকে ঊর্দ্ধমুখী করিয়া তুলিলেন। ফলে লক্ষ লক্ষ খেটে খাওয়া মানুষ সেই ঊর্দ্ধ মূল্যের দূর্বিপাকে সন্তান-সন্ততির মুখে হাসি ফুটাইতে অপারগ হইয়া চোখের জলে ভাসিলেন। মা আনন্দময়ী ধনী সন্তানের ঘরে ঘরে আনন্দ বিতরণ করিয়া তাঁহার আদরের সন্তানদের লইয়া পতিগৃহে ফিরিয়া গেলেন। পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন শত শত দরিদ্র সন্তানের ক্ষুধার জ্বালা, গৃহহারার যন্ত্রণা। আনন্দময়ীর আগমনের আনন্দ তাহাদের হাহাকারে চাপা পড়িয়া যাইতেছে। এই নিরানন্দের কারণ কি কে বলিবে। মা মহামায়ার সেই শক্তি অন্তর্হিত না আমাদের সেই ভক্তি নাই—কে বলিয়া দিবে ইহার প্রকৃত কারণ। মা, পতি শিবের সঙ্গে শ্মশানে বাস করিতে ভালবাসেন বলিয়াই কি সারা দেশকে শ্মশান করিয়া তুলিতেছেন? তাই ভক্ত বুঝি গাহিয়াছেন— শ্মশান ভালবাসিস্ বলে / শ্মশান করেছিস্ হৃদি। / শ্মশানবাসিনী তারা / নাচবি সেথা নিরবধি।

## চেয়ারম্যান

জনৈক লেখক বলেছেন—জীবনে উন্নতি করতে হলে, মান্যগণ্য হতে গেলে নিজের অধিকারে একটি চেয়ার থাকা চায়। চেয়ার ক্লীবলিঙ্গ, কিন্তু চেয়ারের কৃপা ছাড়া ম্যানের পৌরুষ প্রকাশ পায় না। পৌরুষহীন ক্লীবকেও ম্যান হিসাবে আত্মপ্রকাশে সাহায্য করে এই চেয়ার। তাইতো জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ট্রেনে, বাসে, বিধানসভায়, লোকসভায়, স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থায়, সরকারী বেসরকারী অফিসে দিনরাত চলেছে চেয়ার দখলের নির্লজ্জ লড়াই। চেয়ারের ছোঁয়া লেগে পুঁটি রুই হয়, পতঙ্গ পক্ষী হয়, নিরাশ্রয় মহাশয় হয়, চোর সাধু বলে শ্রদ্ধা পায়, লোভী নির্লোভ বলে খ্যাত হয়। চেয়ার যার নাই সে কখনও সৎ, ধার্মিক, নির্লোভ, ন্যায়পরায়ণ বলে গণ্য হতে পারে না। ঐ সব সদগুণের অধিকারী চেয়ারম্যানরাই। তাঁরা অসভ্য আচরণ করলেও তা সভ্য ও মার্জিত, অমায়িক বলে কথিত হয়। নিন্দুকেরা বলে চেয়ার পেলেই মানুষ আর মানুষ থাকে না, তারা লোভী, হিংস্র, ক্রোধী, স্বার্থপর হয়—ধুর ধুর ও সব বাজে কথা। সকলেই চেয়ারম্যানকে সম্ভ্রম করে চলে, কেন না তারা জানে যার পিছনে চেয়ার সে পারে না কি? নিন্দুকেরা আড়ালে আবডালে যাই বলুক, আর চেয়ারম্যান প্রকাশ্যে যাই করুন, আইন নাই মানুন, তবুও চেয়ারম্যানই ম্যান আর সবাই সেই ম্যানকেই মান্য করে। চেয়ার পশ্চাতে থাকলে পৃথিবীর যত অপকর্মই তিনি করুন সবই মহৎ কর্ম বলে গণ্য হতে বাধ্য। জয়তু চেয়ারম্যান— চেয়ারম্যান যুগ যুগ জিও। (ষষ্টিমধু)

## এস বি আই-এর বিরুদ্ধে অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগ

ধুলিয়ান ঃ স্থানীয় ষ্টেট ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের অমানবিক ব্যবহার ও অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগ এনেছেন স্থানীয় জনসাধারণ। বেশ কিছু ব্যবসায়ীর অভিযোগ, ব্যাঙ্ক ড্রাফট ভাঙ্গানোর ব্যাপারে অযথা কর্মীরা বিলম্ব ঘটাচ্ছেন এবং তাঁদের হয়রান করছেন। বিড়ি মার্চেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক লছমীনারায়ণ আগরওয়ালা এক সাক্ষাতকারে আমাদের প্রতিনিধিকে জানান—এই শাখার কর্মীদের ব্যবহার অত্যন্ত রূঢ় এবং অসহযোগিতামূলক। ফলে জনগণের দুর্দশা বাড়ছে ও ক্ষোভে দুঃখে ষ্টেট ব্যাঙ্কের সঙ্গে কারবার করতে অনেকেই অসুবিধা বোধ করছেন।

## স্কুল নির্বাচনে সি পি এম-এর পরাজয়

সাগরদীঘি, ২৫ সেপটেম্বর—সাগরদীঘি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচনে সমস্ত পদেই সি পি এম-এর ভরাডুবি ঘটেছে। কংগ্রেস প্রার্থীরা সবগুলি পদেই সি পি এম প্রার্থীদের হারিয়ে দিয়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই জয়কে গণতন্ত্রের জয় বলে অভিহিত করা হয়েছে।

## প্রধানের দাখিল করা হিসাব অংক মিলানো ছাড়া আর কিছুই নয়

জঙ্গিপুর ঃ সম্প্রতি বড়শিমূল দয়ারামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাৎসরিক হিসাব পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে বিলি করেন অঞ্চল প্রধান সি পি এমের আব্দুর রাজ্জাক। তাঁর ডাকা সভায় ২০০ জন গ্রামবাসীসহ প্রত্যেক পঞ্চায়েত সদস্য যোগ দেন। সভাপতিত্ব করেন ২নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সি পি এমের মোঃ গিয়াসুদ্দিন। হিসাব সংক্রান্ত পুস্তিকা বিলি করার পর সভাপতি জনসাধারণকে বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করলে কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য ফজলুর রহমান (ভোলা বিশ্বাস) বলেন—প্রধানের দাখিল করা হিসাব অংক মিলানো ছাড়া কিছু নয়। সমস্ত হিসাবই ভুয়া, একই নলকূপ একই রাস্তাকে বার বার সারানো দেখানো হয়েছে। বড়শিমূল হতে ডিহিপাড়া রাস্তা ১৯৮৬ সালে গঙ্গা গর্ভে চলে গিয়েছে, যার কোন অস্তিত্ব বর্তমানে নেই; সেটিও সারানো দেখিয়ে প্রচুর টাকা খরচ করা হয়েছে। ২নং ব্লক ছাত্র পরিষদের সভাপতি মোহাঃ আবুল কাশেম (লালচাঁদ) তাঁর বক্তব্যে সভায় সি পি এম বক্তাদের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সব বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখার নিন্দা করেন। তিনি বলেন যখন এই সভায় সি পি এম কংগ্রেস প্রভৃতি উভয় দলের সমর্থক ও কর্মীরা উপস্থিত আছেন তখন এখানে শুধু মাত্র সি পি এমের কাজের প্রশংসা, রাজ্য সরকারের প্রশংসা করে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের নিন্দা করাকে কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায় না। অপর এক বক্তাও বলেন পুস্তিকায় রাস্তা মেরামতের কথা বলা হলেও বাস্তবে অনেক রাস্তা আদৌ মেরামত করা হয়নি।

## ব্যাঙ্ক প্রতিনিধি ও সভাপতির বিতর্কে সভা পণ্ড

জঙ্গিপুর ঃ সম্প্রতি আই আর ডি পি সাব কমিটির সভা ভণ্ডুল হয়ে যায়। খবর, ব্যাঙ্কের জনৈক প্রতিনিধি রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সভাপতির আবেদনের বিরুদ্ধে জানান তাঁরা ব্যাঙ্কের কাজের বাইরে বেশি কাজ করবেন না। প্রত্যুত্তরে উত্তেজিত হয়ে সভাপতি উগ্র মন্তব্য করলে হৈ হট্টগোল শুরু হয়। ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিরা সভাপতির মন্তব্য প্রত্যাহারের দাবী জানান, নতুবা তাঁরা সভা ছেড়ে চলে যাবেন বলে হুমকী দেন। বি ডি ও'র উপস্থিতিতেই এই অস্বস্তিকর অবস্থা চলতে থাকে। কিন্তু তিনি সভাপতির ভয়ে চুপচাপ বসে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্ক প্রতিনিধি ও সভাপতি উভয়েই ভুল স্বীকার করেন। কিন্তু পরিস্থিতি শান্ত হলেও আর সভার কাজ চালানো সম্ভব হয় না।

## শারদ পূজায় স্নিগ্ধ উৎসবের আঙ্গিনায়

বিশেষ প্রতিবেদক : এবারের পূজা উৎসবে উচ্ছৃঙ্খলতা নেই বললেই চলে। বিভিন্ন ক্লাব সদস্যদের আচার আচরণে কোন ঔদ্ধত্য দেখা দেয়নি একবারের জন্যও। চাঁদা চাওয়ার মধ্যে জুলুমের পরিবর্তে ছিল আন্তরিক আবদার। প্রতিটি ক্লাব তাঁদের পূজা মণ্ডপকে সাজাতে চেয়েছেন কচি মনের সবুজ রঙে সুন্দর করে। তারমধ্যে মণ্ডপ সজ্জায় কল্প-মহলটি ফুটিয়ে তুলেছে রঘুনাথগঞ্জ অগ্নি-ফৌজ ক্লাবের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি। যা দর্শনার্থীদের চোখে লেগেছে সুন্দর মধুময়।

অন্য আর একটি মণ্ডপ গোডাউন কলোনীর সার্বজনীনের সদস্যদের। যেটিকে এর পরই স্থান দিতে হয়। এপার ওপারের দুর্গামূর্ত্তির সৌষ্ঠবে প্রথম স্থান অধিকার করে জঙ্গিপুর টাউন ক্লাব। এ বছর এক কথায় বলা চলে ক্লাবগুলি সাংস্কৃতিক রুচিবোধের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছে। কোথাও মাইকে বাজেনি হিন্দি গানের চটল সুর। কোন ক্লাবই যেন উৎসবের আমেজকে মলিন করতে রাজী নয়। সব পূজা মণ্ডপেই যেন সদা সচেতন আহ্বান—মায়ের পূজায় সবারে করি আহ্বান। এরই মধ্যে নূতনত্বের দাবী রাখে পরিচ্ছন্ন অঙ্গরাগে প্রকাশিত "অগ্নিবাণী" অগ্নিফৌজের বাৎসরিক সাহিত্য পত্র। প্রতি বছরই প্রকাশিত হলেও, এ বছরে পত্রিকাটি যেন আরোও পরিচ্ছন্ন আরোও ত্রুটিহীন। এক কথায় বলা চলে এ বছর প্রতিটি ক্লাব সদস্যই শহরবাসীকে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা কত ভদ্র ও সংযত আচরণে সক্ষম। মহকুমার ধুলিয়ান ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতেও দুর্গাপূজা উৎসবের আনন্দ নিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। কোথাও কোন গণ্ডগোলের খবর পাওয়া যায়নি। সাগরদীঘিতেও পূজা মণ্ডপগুলি ছিল আনন্দ মুখর। রঘুঃ-২ ব্লকের সেকেন্দ্রা সাহাপাড়া পূজা মণ্ডপে দোকান করা নিয়ে সামান্য গণ্ডগোলের খবর পাওয়া যায়। ঐ ব্যাপারে পূজা কমিটির সদস্য হাবল সাহা আঘাত পান ও তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্ত্তি করতে হয়।

## কংগ্রেসীদের অভিযোগের প্রতিবাদে পুরপিতার জনসভা

ধুলিয়ান : সম্প্রতি স্থানীয় শহরের জৈন কলোনীর মোড়ে পুরপিতার পরিচালনায় সি পি এম কর্মীদের ডাকে এক জনসভায় পুরপতি সত্যদেব গুপ্ত বলেন—তাঁর বোর্ড পূর্বতন বোর্ডের চেয়ে ভাল কি খারাপ তার বচার করবেন জনগণ। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সি পি এমের লোকাল কমিটির নেতা ও সম্পাদক তামিজুদ্দিন আহমেদ ও চিত্ত সরকার। পুরপিতা তাঁর আমলে পুর শহরে কি কি উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে তার বর্ণনা দেন। তিনি বলেন পুর শহরে ১৯৮৬ তে মাত্র ৮৭টি নলকূপ ছিল, কিন্তু বর্তমানে সি পি এম পরিচালিত বোর্ডের চেষ্টায় আরোও ৬১টি নলকূপ বসানো হয়েছে। পুরাতন বোর্ডের সময়ে শহরের চারটি গভীর নলকূপের তিনটিই ছিল সম্পূর্ণ অকেজো। নতুন বোর্ড আর একটি গভীর নলকূপের কাজ শুরু করেছেন। অপরদিকে যে একটি মাত্র জল-কলের সাহায্যে শহরের জল সরবরাহ চলতো তাতে শহরের জলের সমস্যা সমাধান করা অসুবিধাজনক ছিল। বর্তমান সি পি এম বোর্ড সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে আর একটি জলকলের ব্যবস্থা করছেন। শহরের যে সমস্ত অঞ্চলে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি সেগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং সরকার থেকে আরো সাড়ে তিন লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। সুইপারদের গৃহ নির্মাণের ও জল সরবরাহের জন্য ২০টি জল-পোষ্ট তৈরী করা হয়েছে। এই পুরসভা শহরে পাকা ড্রেন, পাকা রাস্তাও তৈরী করেছেন। ৫৫৮টি খাটা পায়খানাকে সেনেটারি পায়খানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। আগামী পুজোর পর দু'লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার কাজ শুরু হবে বলে পুরপিতা জানান। যে শিশু গাছটি বিক্রী নিয়ে অভিযোগ উঠেছে সেটি প্রকাশ্য নীলাম ডাকেই বিক্রী করা হয়। ত্রিশ হাজার টাকা সর্বোচ্চ ডাকের সময় কংগ্রেসী কমিশনার সফর আলী মহালদারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অতএব দুর্নীতির অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। সরকারী টাকা নয়ছয়ের অভিযোগেরও কোন ভিত্তি নেই। কেননা যে খাতে যে টাকা মঞ্জুর হয়েছে, কমিশনার-দের সভায় পাশ করিয়ে সেই টাকায় সেই কাজই করা হয়েছে। কোন কাজই খেয়াল খুশিমত করা হয়নি বলে তিনি দৃঢ়ভাবে জানান।

## আরএসএসের প্রান্ত প্রচারকের আগমন

রঘুনাথগঞ্জ : পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্যের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রান্ত প্রচারক কেশবজী ঝটিকা সফরে গত ১২ অক্টোবর এখানে আসেন। স্থানীয় ধর্ম-শালায় এক বৈঠকে এই মহকুমার আর এস এসের শক্তি বৃদ্ধিতে সমস্ত ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দেন। বর্তমানে দেশের বিশৃঙ্খলা বিষাক্ত পরিবেশে আর এস এসের ভূমিকা উল্লেখ করেন। গ্রামেগঞ্জে ব্যাপকভাবে রামশিলা পূজা করারও আহ্বান জানান।

## শহরে প্রকাশ্যে মদ বিক্রি হচ্ছে !

জঙ্গিপুর : স্থানীয় বাসষ্ট্যাণ্ডে দিনের বেলায় প্রকাশ্যে মদ বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন নিরীহ দোকানদারেরা। তাঁদের অভিযোগ বাসষ্ট্যাণ্ডে চপ করে মদের কারবার চলছে। পুলিশ জেনেও চোখ বুজে রয়েছে। দিন দুপুরে মাতালের মাতলামী চলতে থাকায় বাস ও সিনেমা যাত্রীরা শঙ্কিত। অন্যদিকে স্থানীয় মহাবীরতলার অধিবাসীদের অভিযোগ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সুকুমার দাস নামে জনৈক দোকানদার খোলাখুলি মদ বিক্রি করছেন। তাঁরা আরোও জানান, মাতালদের আনাগোনায় সন্ধ্যের পর থেকে ও রাস্তায় মহিলাদের আতংকিত হয়ে পথ চলতে হয়। রঘুনাথগঞ্জেও বিশেষ বিশেষ কয়েকটি চা-পানের দোকান থেকে চুল্লু বিক্রি হয় বলে খবর। প্রশাসন চেষ্টা করলে এগুলি বন্ধ করা যায় না একথা কেউ ভাবতেও পারছেন না।

ধুলিয়ান : গত ২৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় সমসের-গঞ্জ থানার ওসি শিবপদ সরকার অভিযান চালিয়ে স্থানীয় পুর দপ্তরের সামনের কয়েকটি চোলাই মদের দোকান ভেঙে দেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগক্রমে এই হানা বলে জানা যায়। শহরের মূল এবং প্রকাশ্য রাস্তায় চোলাই মদের দোকান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মাতালদের অসভ্যতায় শহরের পরিবেশ নোংরা হচ্ছে।

## ঠিকমত কাজ হয়নি অভিযোগ তুললেন ওয়ার্ড কমিশনার

ধুলিয়ান : স্থানীয় পুরসভা শিবমন্দির থেকে পুরোনো পোষ্ট অফিস পর্যন্ত ২০০ ফুট দীর্ঘ ও ১৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তাটিতে ৯১০০ সি এফ টি পাঁথর গুঁড়ো ফেলার কাজ করান। ঐ বিল পাশ করার জন্য গত ২৫ আগষ্ট সভা ডাকা হলে সেই সভায় ওয়ার্ড কমিশনার প্রকাশ সিং বিল পাশ করার ব্যাপারে তাঁর আপত্তি জানান। তিনি বলেন—প্রথমতঃ ঐ পাথর গুঁড়ো ফেলার কোন সিদ্ধান্ত পুর-বোর্ডে অনুমোদিত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ ৯১০০ সি এফ টি পাথর গুঁড়ো ফেলা হয়েছে দেখানো হলেও মাত্র ৫৮৫০ সি এফ টি পাথর গুঁড়ো ঐ রাস্তায় ফেলা হয়েছে। এই ভাবে ক্ষমতাসীন দল সংখ্যা গরিষ্ঠতার বলে বহু দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন বলে তিনি অভিযোগ তোলেন এবং বিল পাশে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেন। পরবর্তীতে জানা যায় সি পি এম ছাড়া অন্য সব রাজনৈতিক দল পুরসভার নানা দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন।

NTPC
নেশনল থর্মল পাবর কারপোরেশন

# National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

## Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN ; DIST. MURSHIDABAD (W. B.)
PIN 742 236

## Materials Management Department

Tender No. FS : 42 : MD : 01 : 104/ Dated : 4-10-89

01. Sealed tenders are invited from reputed rerollers with valid ISI licence for supply of following sizes of reinforecement steel.

| Sl. No. | Description/Specification | Qty. |
|---|---|---|
| 01. | CTD bars/Tor steel conforming to IS 1786 of sizes 8 mm to 16 mm dia in length of 5 5m to 13·5m. | 2900 MT |
| 02. | MS Round conforming to IS 226 of sizes 6 mm to 16 mm dia in length as 5·5m to 13·5m. | 650 MT |
| 03. | MS Flats of various sizes conforming to IS 226 in length of 5·5m to 13·5m. | 100 MT |

### Qualifying Requirement For Bidders :

01. The rerollers should be capable of rolling concast billets confirming to IS-2830/Grade-II or IS-6914 to CTD Bars confirming to IS-1786 8 mm to 16 mm and M.S. Round confirming to IS-226 of 6 mm to 16 mm sizes. Rerollers with licences arrangement to roll finished product with trade marks of TOR/TISCON shall furnish documentory evidence for same.

02. Rerollers should have rolled and supplied at least 3000 MT steel sections to main producers/ Govt. agencies/Public Sector Consumers in a single financial year. They should have a minimum installed/Licenced capacity of 30 000 MT per annum in two shift basis for rolled steel products. (Annual production figures for last three years should be furnished).

03. Rerollers should have a valid I. S. I. licence (preferably Gr. I) and should preferably be an approved conversion agent of main producers.

04. The rerollers should have a valid running contract/link up with main producers and mini steel plants for procurement of concast billets confirming to IS-2830 Gr. II/6814.

05. The rerollers should have the requisite facilities at their works to carry out test for chemical (IS-2830/6914) for billets, chemical and physical test for finished products (IS-1786 and IS-226)

### General Terms And Conditions :

01. Request for tender documents alongwith DD/IPO for Rs. 500/- drawn in favour of NTPC towards cost of tender documents is to be submitted latest by 10-11-89. The tender due date shall be indicated in tender documents.

02. Above details are only indicative. Full details are given in our Tender Documents.

03. Offers should be accompanied by EMD for Rs. 50,000/- as mentioned in tender documents.

04. Request for tender documents should be accompanied by documentory evidence showing


(Cont, 5)

From 4th page

that applicant is conforming to the qualifying requirements. NTPC reserves the right for issue of tender documents at its discretion.

05. NTPC will not be responsible for any communication delays.

06. NTPC reserves the right to accept/reject any/all the tenders in whole or part without assigning any reason whatsoever.

**Chief Materials Manager**
F.S.T.P.P. / N.T.P.C.

*"কেন্দ্রে বসে থাকা জন কুড়ি লোক দিয়ে প্রকৃত গণতন্ত্রকে কার্যকরী করে তোলা যায় না। গণতন্ত্রকে অর্থবহ করে তুলতে হলে একেবারে নীচের স্তরে প্রতিটি গ্রামের মানুষকে দিয়ে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে।" - গান্ধীজী*

# জনগণের হাতে ক্ষমতা

## প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ঃ

### পঞ্চায়েতী রাজ বিল -

* গ্রাম, ব্লক এবং জেলা স্তরে পঞ্চায়েত গঠন।
* প্রতিটি স্তরের পঞ্চায়েতের সব কটি আসনই নির্ব্বাচন কমিশনের তদারকিতে সরাসরি নির্ব্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণ করা হবে।

পঞ্চায়েতের মেয়াদকাল - ৫ বছর। কোন পঞ্চায়েত যদি ভেঙে দেওয়া হয় তবে ৬ মাসের মধ্যে আবার নির্ব্বাচনের মাধ্যমে তার পূণর্গঠন করতে হবে।

জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে তপশিলী জাতি/উপজাতি ভুক্ত জনগণের জন্যে আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে।

মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত থাকবে ৩০ শতাংশ আসন।

পঞ্চায়েতগুলিকে তাদের নিজ নিজ এলাকার জন্যে সামাজিক ন্যায়বিচার সহ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রচনা করা ও তার রূপায়নের দায়িত্ব ভার দেওয়া হয়েছে।

* পঞ্চায়েতগুলিকে তাদের কাজকর্ম ঠিকমত করতে পারার জন্যে পর্যাপ্ত অর্থ দেওয়া হবে।

### নগরপালিকা বিল

* তিনটি ধরণের নগর পালিকা গঠন করা হবে - নগর পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল এবং মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশান।
* নির্ব্বাচন কমিশনের তদারকিতে সরাসরি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা-মেয়াদ কাল ৫ বছর
* মেয়াদ পূর্ণ হবার আগে কোন পৌর সংস্থাকে ভেঙে দেওয়া হলে ৬ মাসের মধ্যে নির্ব্বাচনের মাধ্যমে তা আবার পূণর্গঠিত করতে হবে।
* এই বিলে ওয়ার্ড কমিটি গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে যার মাধ্যমে জনসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ নাগরিকদের নিজ নিজ এলাকার কাজ কর্মে সক্রিয় অংশ গ্রহণের সুযোগ করে দেবে।
* স্থানীয় সংস্থায় ক্ষমতার কার্যকরী বিকেন্দ্রীকরণ
* পরিকল্পনার পদ্ধতিতে তাদের আরো বেশী ভূমিকা
* পৌরসংস্থাগুলির জন্যে পর্যাপ্ত আর্থিক সংস্থান

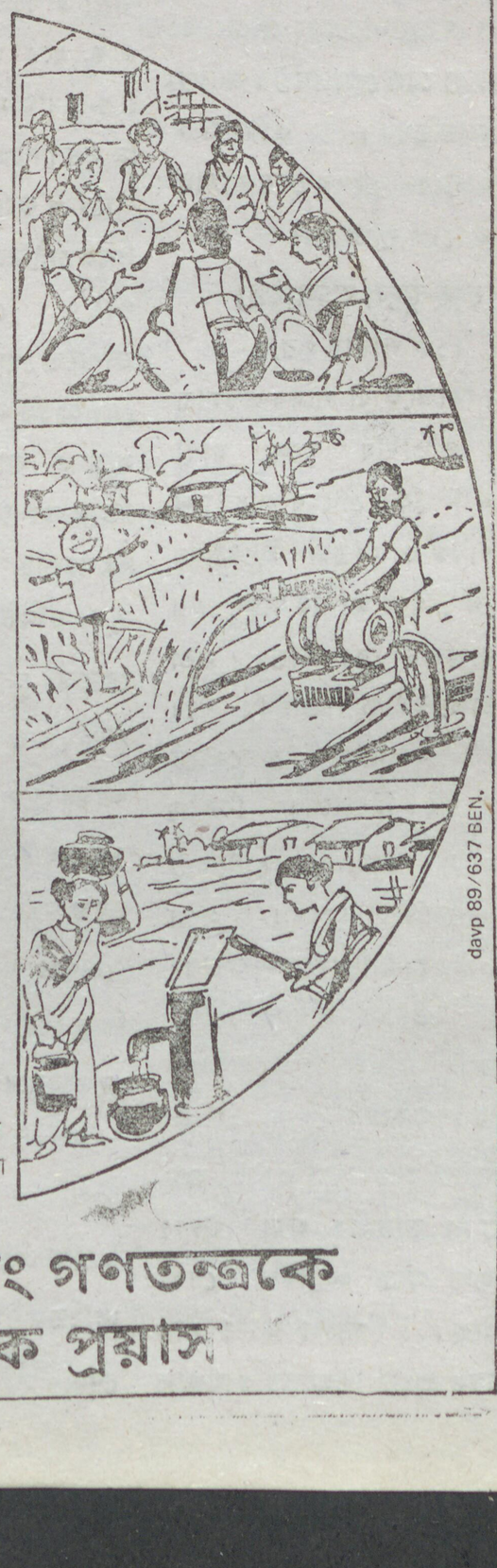

davp 89/637 BEN.

## জনগণের দুয়ারে উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রকে পৌঁছে দেবার এক বৈপ্লবিক প্রয়াস

## বিনা মূল্যে চক্ষু অপারেশন শিবির

রঘুনাথগঞ্জ ঃ আগামী ২২ এবং ২৭ অক্টোবর বাড়ালা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিনা মূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও অপারেশন শিবির অনুষ্ঠিত হবে। অপারেশন করবেন আর. আই, ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ, মোবাইল ইউনিট ১নং এর ডাঃ দেবনাথ চ্যাটার্জী (আলো), ডাঃ পান্নালাল সাহা এবং স্থানীয় মহকুমা হাসপাতালের চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ শঙ্করপ্রসাদ পাল। শিবিরের পৃষ্ঠপোষকতায় আমেরিকা রেটিনা ফাউণ্ডেশন ইনষ্টিটিউটের গবেষক বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী উপস্থিত থাকবেন। খরচের জন্য বাড়ালা গ্রামীণ উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বাড়ালা পঞ্চায়েত অফিস, মহকুমা হাসপাতালের চক্ষু বিভাগ, যতীন পাল, সম্পাদক জয়েন্ট কাউন্সিল, ধীরেশ্বর চক্রবর্তী, সম্পাদক সারা বাংলা শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী সমিতি জঙ্গিপুর, এবং সুদীপ্ত নাথ সাধারণ সম্পাদক ভারতীয় জনসুরক্ষা সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

## ওয়ার্ক অর্ডার এসে গেল

(১ম পাতার পর)

কাজ শেষ হতে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা খরচ পড়বে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। ব্রীজের মাটি পরীক্ষা ও বোরিং এর কাজ ৮১ সালে সম্পূর্ণ হয়; এতে খরচ পড়ে ১৮ লক্ষ টাকা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে জমি পাওয়া যায় ১০ আগষ্ট '৮৯। ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে জে, কে, ট্রেডলিংকস সংস্থাকে। এবং এই কাজের দেখাশুনার ভার পেয়েছেন ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্টের জঙ্গিপুর ব্যারেজ ডিভিসন। কাজ শুরু হবে অক্টোবর মাসের শেষ নাগাদ বলে ব্যারেজ সূত্রে খবর।

## হাই স্কুলে অচলাবস্থা

(১ম পাতার পর)

তিনি নিজেকে ঐ পদের একমাত্র যোগ্য প্রতিনিধি বলে দাবী করেন। কিন্তু গ্রামের অধিকাংশ অভিভাবক ও ছাত্ররা শ্রীঘোষের সমর্থনে এগিয়ে আসায় অরুণ সেন উপয়ান্তর না দেখে বডির সভা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরে তিনি মহামান্য হাইকোর্টে শ্রীঘোষের নিয়োগের বিরুদ্ধে আবেদন জানালে হাইকোর্ট নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। ফলে এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে—বন্যেশ্বর স্কুল প্রধান শিক্ষকবিহীন চলছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্কুলের শিক্ষকদের বেতন দেওয়া ও অন্যান্য খরচ খরচা করার জন্য ব্যাঙ্ক বা ডাকঘরে জমা টাকা তোলার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিয়েছে। আরো জানা যায় প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের কার্যকাল শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি নাকি এখনও নিয়মানুযায়ী তাঁর দায়িত্ব কমিটিকে বুঝিয়েও দেননি।

## কায়েমী স্বার্থের জয় হলো

(১ম পাতার পর)

কথামত বিপক্ষ দলের বাড়ী বাড়ী 'রেইড' করেছে এবং কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনায় সাংবাদিক সৌমিত্র সিংহ রায়কেও আঘাত করা হয় বলে জানা যায়। ঘটনার বিবরণ আনার জন্য উক্ত সাংবাদিক ঘটনাস্থলে গেলে অরবিন্দ প্রভৃতি চিৎকার করে বলতে থাকেন এই শালা কাগজে সব খবর দিচ্ছে, ওকে ধরে মার। মিঠিপুরের উপ-প্রধান সমীর সিংহ রায় এই নির্দেশ পেয়ে বাঁশ নিয়ে সৌমিত্রকে আক্রমণ করে। আঘাত ঠেকাতে গিয়ে সৌমিত্র হাতে আঘাত পায়। সে থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে তার অভিযোগ নেওয়া হয় না। এস ডি পি ওর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বললে তিনি জানান—মহকুমা শাসকের তৎপরতায় মিঠিপুরে সার্বজনীন পূজা কমিটির সঙ্গে এক ভদ্রলোকের চুক্তি হয়। কিন্তু সেই চুক্তি ভেঙ্গে নিজেদের হাতে যাঁরা আইন তুলে নেন তাঁরা ভদ্রলোক নন এই টুকুই বলা যায়। তবে তদন্ত করে দু'পক্ষেরই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আরো কিছু হবে। কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না।

## রামশিলা পূজা

(১ম পাতার পর)

২নং অঞ্চলের প্রধান এনামুল হক জোতকমল গ্রামে রামশিলা পুজোয় বাধা দিতে গেলে একদল ভক্ত এবং সি পি এমের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যরা বাধা অগ্রাহ্য করে পুজো করেন এবং চাঁদা তোলেন। সি পি এম নেতারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন।

## প্রশাসনিক বাড়াবাড়ি

(১ম পাতার পর)

গঙ্গার ঘাটে না গিয়ে পরদিন তুপুরে গঙ্গায় বিসর্জিত করতে দেখা যায়। কর্তৃপক্ষ মহলের কথা—কড়াকড়ি না করা হলে সাম্প্রদায়িক গোলযোগের সম্ভাবনা ছিল। অপরদিকে খবর অরঙ্গাবাদ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনে চিরাচরিত পথে যেতে না দেওয়ার প্রশাসনিক আদেশে ধর্মপ্রাণ মানুষ ক্ষুব্ধ হন ও অশান্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়।

## বাউল অঙ্গের সংগীত রচনায় অংশগ্রহণকারীদের প্রতি

মুর্শিদাবাদ সংস্কৃতি উৎসব '৮৯ এর জন্য একটি সংহতি সূচক বাউলাঙ্গ গানের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। অধ্যাপক, শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী থেকে শুরু করে গ্রামীণ লোককবিবৃন্দ সকলেই এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সংস্কৃতি, জাতীয় সংহতি ও সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ঐক্য সম্প্রীতির প্রতি আন্তরিক অনুরাগের পরিচয় দিয়ে আমাদের অভিভূত করেছেন।

অনেক গানই সার্থকতায় উন্নীত হয়েছে। যদিও এ থেকে অনেক বিচার বিবেচনা করে মহঃ রফীবুদ্দিন ইউসুফ রচিত একটি গানকে আমরা বেছে নিয়েছি।

অংশ গ্রহণকারী সকল সঙ্গীত রচয়িতাকে আমরা জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

(উৎপল ঝা)
আহ্বায়ক
মুর্শিদাবাদ সাংস্কৃতিক উৎসব '৮৯ ও
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ

'সময় চলিয়া যায়
নদীর স্রোতের প্রায়।'

সময়কে ধরা যায় না,
কিন্তু নিঁখুত সময় পাওয়া
যায় উচ্চমানের ঘড়ি
থেকে। H. M. T. ঘড়ি
দীর্ঘদিন ধরে নিঁখুত
সময়ের অতন্দ্র প্রহরী।

★

মহকুমায় H. M. T. ঘড়ির একমাত্র
অনুমোদিত বিক্রেতা

সাহা ওয়াচ কোং
ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তর পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।